বিষয়: আইনের খসড়ায় এবং তা থেকে বিদেশি শব্দাবলি অপসারণে সুপারিশ কামনা

ভূমিকা

নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন নিয়ে আলাদা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতদিন তা The Representation of the People Order, 1972 (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২) এর ৬এ অধ্যায়ের ভেতর সংযুক্ত করা ছিল। খসড়াটির উপর সব রাজনৈতিক দলের এবং দেশের নাগরিকবৃন্দের মতামত এবং সুপারিশ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে তা নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইট www.ecs.gov.bd এ প্রকাশ করা হলো।

২। এ আইন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠনের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করণ উদ্যোগ গ্রহণ করতে গিয়ে তার অভ্যন্তরে অপ্রাসঙ্গিক ইংরেজি নাম ও শব্দের উপস্থিতি গোচরে এসেছে। নিষ্প্রয়োজনীয় এবং বিজাতীয় সে সব নাম ও শব্দ বাংলা পরিভাষায় প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। **আইনে বাংলা প্রচলন** শিরোনাম প্রতিবেদনে মতামত এবং সুপারিশ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে একই ওয়েব সাইট www.ecs.gov.bd এ তা প্রকাশ করা হলো।

৩। চাহিত মতামত এবং সুপারিশ ৭ জুলাই ২০২০ তারিখের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এর নিকট তাঁর ই-মেইল secretary@ecs.gov.bd ঠিকানায় প্রেরণের জন্য নির্বাচন কমিশন একান্ত অনুরোধ করেছেন।

আইনে বাংলা প্রচলন

বাংলা জাতির একটি পরিপূর্ণ ভাষা-রাষ্ট্রভাষা। ৫২'র রক্তে ভেজা ভাষা। প্রায় ৪২ কোটি মানুষের ভাষা। বাংলাকে সার্বজনিন ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গিকারে আইন, প্রশাসন এবং সমাজের প্রতি স্তরে পরিশুদ্ধ বাংলা প্রবর্তনের করা এখন 'একুশ' এর আহ্বান-শহীদ বেদীর শপথ, "আমি কি ভুলিতে পারি..."।

সঙ্গত কারণে বাংলাদেশকে এ ভাষার উৎকর্ষ সাধনে পুরোধা নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। সে প্রত্যয় ধারণ করে নির্বাচন কমিশন তার সব আইন থেকে অপ্রাসঙ্গিক বিদেশি ভাষার শব্দাবলি সাবলিল বাংলা পরিভাষা দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রয়াস গ্রহণ করেছে।

ইউনিয়ন পরিষদ এবং পল্লি পরিষদ

ইউনিয়ন পরিষদ

১৯৪৭ সাল পরবর্তী পাক-সরকার পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা পরিপন্থী বিদ্বেষবুদ্ধি পরিচালন শুরু করে। সে ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অবিভক্ত বাংলার পরিচিত নাম এবং পদবি ইংরেজি শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করণ শুরু হয়। 'পঞ্চায়েত'কে Union Board/Council এবং তার প্রধান 'পঞ্চাইত'কে President/Chairman নাম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। সে কালে পূর্ব পাকিস্তানের হয়তো ৮০% ভাগ বাঙ্গালি U, P কিংম্বা C অক্ষরের সাথেও পরিচিত ছিলেন না। সারল্য, নিরীহতা আর নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে

তাদেরকে দিয়ে মুখস্থ করানো হলো Union, Board, Council, President, Chairman এবং আরো অনেক কঠিন কঠিন ইংরেজি শব্দ যেগুলোর আদ্য-পান্ত কোন অর্থই তাদের জানা ছিল না এবং আজও জানা নেই।

শ্রমিকদের সংগঠন Trade Union, যুক্তরাজ্যের জাতীয় পতাকা The *Union Jack* or *Union Flag*, যুক্তরাষ্ট্রের The State of the Union Address, ভারতের Union of Council Ministers ইত্যাদি অধিক্ষেত্রে পরিচিত Union বাংলাভাষি তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অজপাড়াগাঁয়ের প্রাচীনতম তৃণমূল স্তরের প্রতিষ্ঠানে নাজেল হয়ে গেল। আজও তা থেকে বেড়িয়ে আসা যায়নি।

জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে Board/Council কে 'পরিষদ' দ্বারা প্রতিস্থাপন করেন। তার পর থেকে স্থানীয় সরকারের সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের সংস্থা Union *Parishad* এবং তার প্রধান Chairman নাম ধারণ করে বহাল রয়েছে।

পল্লি পরিষদ

'পল্লি' শব্দটি আবহমান বাঙলার শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে মিশে রয়েছে। আবেগ-আপ্লুত হয়ে বলি 'পল্লি মায়ের সন্তান', 'পল্লি'কে অন্তরে ধারণ করে অনাদিকাল থেকে কত গীত, কত গান, কত কবিতা কত প্রবন্ধ-গল্প রচিত হয়েছে! পল্লি কবি জসিম উদ্দীন, পল্লি গানে আব্দুল আলীম, সমবায় ও পল্লি উন্নয়ন বিভাগ, পল্লি উন্নয়ন বোর্ড, পল্লি কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ইত্যাদির সাথে জনগণ নিবিড়ভাবে পরিচিত এবং সম্পৃক্ত। বিজাতীয় নাম Union কে 'পল্লি' নাম দিয়ে Union *Parishad* কে **পল্লি পরিষদ** নামকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান এবং প্রধান

চেয়ারম্যান

Chairman পদবি কোন কোম্পানী বা কমিটি প্রধানের পরিচিতির ক্ষেত্রে ভাল মানায়। সাধারণত নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ করেন। যেমন: কোম্পানীর চেয়ারম্যান, কমিটির চেয়ারম্যান, পর্ষদ চেয়ারম্যান ইত্যাদি। ভোটে নির্বাচিত কোন ব্যাক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত নন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৫৯ আলোকে জনগণের ভোটে গঠিত প্রতিষ্ঠানের উপর স্থানীয় শাসনের ভার অর্পিত হয়। শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সে প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং সদস্যগণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নিয়োগপ্রাপ্ত কোন সংস্থা প্রধানের পদ এবং জনপ্রতিনিধিগণের পদ এক পাল্লায় রাখা অসঙ্গাতিপূর্ণ। পল্লির অধিকাংশ মানুষ Chairman শব্দের কোন অক্ষরের সাথেও পরিচিত নন। ইহা নিজস্ব শিক্ষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সম্বন্ধহীন একটি নাম। এমন একটি নাম তাদের ভোটে নির্বাচিত প্রধানের পদের সাথে জুড়ে দেয়া অনভিপ্রেতজনক বলে মনে হয়। জনগণের ভোটে. প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রাচীনতম সংস্থা-পল্লি পরিষদ প্রধানের পদবির জন্য পল্লির গণমানুষের কাছে সহজবোধ্য, গ্রহণযোগ্য এবং পরিচিত কোন নাম দিয়ে ইংরেজি Chairman প্রতিস্থাপন করা অত্যাবশ্যক।

প্রধান

প্রধান্য বিস্তার করতে পারেন এমন ব্যক্তিকে **প্রধান** বলা যায়। আফ্রিকা মহাদেশে কোন গোত্রের **প্রধান** (Head) একজন প্রভাবশালী ব্যাক্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে গোত্র **প্রধান** (Circle Chief)

এর অবস্থান রয়েছে। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে মান্য করে-গণ্য করে। প্রধান শিক্ষক, গাঁয়ের প্রধান ব্যক্তি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইত্যাদি প্রধানের সাথে সাধারণ মানুষ পরিচিত। জনগণ ভোটের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্তরগুলোর জন্য 'প্রধান ব্যক্তি' নির্বাচন করে তাদের উপর আনুষ্ঠানিক **প্রধান্য** বিস্তারের দায়িত্ব অর্পন করেন।

এ সব যুক্তিতে পল্লি, উপজেলা এবং জেলা পরিষদ প্রধানদের পদবি Chairman এর পরিবর্তে **প্রধান** দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মহানগর, কর্পোরেশন এবং পরিষদ

মহানগর

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন)-এ বাংলা হরফে লেখা ইংরেজি শব্দ Corporation এর সাথে আর একটি ইংরেজি শব্দ city এর পরিভ্রষ্ট সংযুক্তিতে প্রয়োগার্থে তা মহানগরের (Metropolis) ভাব অর্জন করে ফেলেছে। অথচ এর বাইরে city অর্থ কেবল নগর।

'মহানগর' তার স্বকীয় অবস্থান ধারণ করে রাজনীতি, প্রশাসন, সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি পরিসীমায় জনমানুষের মুখের ভাষায় জায়গা করে নিয়েছে। যেমন: রাজনৈতিক দলের মহানগর শাখা, মহানগর পুলিশ কমিশনার, মহানগর নাট্যমঞ্চ, আন্ত-মহানগর রেল যোগাযোগ ইত্যাদি। বিজাতীয় ভাষার city শব্দটি নগর সমাজ চারিতে অতিরিক্ত কোন গুরুত্ব, ভাব বা অর্থ বহন করে না।

কর্পোরেশন

একটি গণপ্রতিষ্ঠানের সাথে বিজাতীয় শব্দ Corporation জুড়ে দিয়ে নগর সমাজ ব্যবস্থায় বারতি গুণগত মান বৃদ্ধি করার সুযোগ আছে বলে বিশ্বাস হয় না। Corporation এর সাথে দলগত বা সম্মিলিত ব্যক্তি বিশেষের বা অংশিজনের লাভ লোকসানের ব্যবসায়িক যোগসূত্রের মিল পাওয়া যাবে। Corporation যে সংজ্ঞা অবলম্বন করে বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ইত্যাদি সংস্থার ভেতরে অবস্থান করে সিটি কর্পোরেশন এর কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যে তার উপস্থিতি বিভ্রান্তির সুযোগ করে দেয়। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান বছরান্তে জমাখরচের স্থিতিপত্র (Balance Sheet) প্রকাশ করে না। নগরবাসিকে কতকখানি সেবা দিতে পেরেছে এবং আগামীতে আর কি কি করার পরিকল্পনা রয়েছে সে বিবরণী প্রকাশ করে। 'কর্পোরেশন' পরিভাষার ভেতর নগরবাসীর ভোটে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সেবা, ভৌতঅবকাঠামো উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন, নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি কর্মকান্ডের উপাদান বা করণীয় নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পরিষদ

নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত 'পরিষদ' যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উপকারভোগি এবং অংশিজনের জন্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। 'পরিষদ' (Legislative) Council ইংরেজি পরিভাষার সন্নদ্ধ বা শ্রেণিবদ্ধ ভাবার্থ সমর্থন করে।

যুক্তরাজ্য সরকার লন্ডন মহানগর (Metropolis) পরিষদকে "the city of London Corporation" নামে পরিচালনা করে। ভারতে জনগণের ভোটে প্রতিষ্ঠিত মহানগর পরিষদগুলো 'বেনিয়া' ভাবধারায় Municipal Corporation নামে পরিচালিত হয়।

ব্যবসায়িক অর্থে ব্যবহার করা Corporation সহ আরো বিদেশী শব্দ মহানগরভিত্তিক সেবা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আইনি কাঠামোর ভেতর অপ্রাসঙ্গিক অর্থে যুক্ত হয়েছে। উপযুক্ত বাংলা শব্দ প্রতিস্থাপন করে তা পরিহারে আর বিলম্ব নয় বলে বলে মনে হয়।

এসব যুক্তিতে ইংরেজি Corporation **সভা** শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের এবং City Corporation কে **মহানগর সভা** নামকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

পৌরসভা এবং নগরপরিষদ

পৌর

পৌর অর্থে নগরবাসি বা পুরবাসিকে বোঝানো হয়। ইংরেজি শব্দ Municipality এবং বাংলা শব্দ 'পৌর' সমার্থক ভাবার্থ বহন করে। এখানে 'সভা' শব্দ 'পৌর' শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে যে অর্থ বহন করে 'সভা' (Meeting) শব্দ স্বতন্ত্রভাবে তা করে না। Municipal শব্দকে একসাথে পৌরসভা নামে ব্যবহারে কোন বিরোধ বা বিভ্রান্তি নেই। প্রকৃষ্ট উদাহরণ- রাজ্যসভা, বিধানসভা ইত্যাদি। সে যুক্তিতে 'পৌরসভা' ব্যবহার নিয়ে কোন দ্বিধা নেই।

'পৌর' অর্থে মহানগর এবং নগর উভয়কে বোঝানো হয়। একটি বৃহৎ আর একটি স্বল্প পরিসরে। মহানগরের ক্ষেত্রে 'মহানগর সভা' নামকরনণর প্রস্তাব করা হয়েছে। মহানগর এবং নগরের মধ্যে সামন্জস্য বিধানের তাগিদে 'পৌর সভাকে' 'নগর সভা' নামকরণের বিকল্প প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

মেয়র এবং পুরাধ্যক্ষ/আধিকারিক

মেয়র

পৌরসভায় Mayor পদবি প্রবর্তনের পূর্বে তা Chairman নামে পরিচিত ছিল। দুটোই অপ্রাসঙ্গিক এবং বিজাতীয় ভাষা থেকে চাপিয়ে দেয়া পদবি। অর্থ এবং ভাবের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে স্বচ্ছন্দ বাংলা নাম দ্বারা তা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। মহানগরের প্রধানের পদ Mayor এবং ক্ষুদ্রাকার পৌরসভা প্রধানের পদ Mayor থাকায় সমালোচনা এবং আপত্তির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এ অবস্থার সমাধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

পুরাধ্যক্ষ/আধিকারিক

বাংলাভাষা ভান্ডারে পৌরসংস্থা প্রধানকে ডাকার জন্য মনোরঞ্জক নামের প্রাচুর্য রয়েছে। Mayor শব্দের আভিধানিক বাংলা অর্থ-পৌরসংস্থার প্রধান। ইংরেজি নাম Mayor এর পরিবর্তে মহানগর সভা আধিকারিক

বা মহানগরপতি এবং পৌরসভার (নগর সভার) Mayor এর পরিবর্তে পুরাধ্যক্ষ বা নগরপতি নাম দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কাউন্সিলর এবং সদস্য

কাউন্সিলর

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিচিতির জন্যে Councilor শব্দটি এমন অপরিহরণীয় নয় যা বাংলা শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যাবে না। Councilor শব্দের বাংলা আভিধানিক রূপায়ণ 'পরিষদ সদস্য' যা নির্বাচিত ব্যক্তিকে পরিচিত করে।

সদস্য

নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা পরিচালনায় আনুষ্ঠানিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সদস্য পদের পরিচিতি লাভ করে থাকেন। আইনগত বিধি-বিধান অনুসারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য জনগণের ভোটে কতিপয় ব্যক্তি নির্বাচিত হন। তাদের জন্য ইংরেজি পদ Councilor বরাদ্ধ করণ অযৌক্তিক। সে কারণে Councilor শব্দ 'পরিষদ সদস্য' প্রয়োগার্থে 'সদস্য' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনযোগ্য। মহানগর এবং নগর পরিষদের Councilor শব্দ 'সদস্য' অথবা **পারিষদ** (কবিগুরুর ভাষায় "...বাবু যত বলে **পারিষদ** দলে বলে তার শতগুণ...") শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পল্লি, উপজেলা এবং জেলা পরিষদের সদস্য নাম অপরিবর্তনীয় রাখার প্রস্তাব রয়েছে।

ওয়ার্ড, মহল্লা এবং এলাকা

ওয়ার্ড

Ward শব্দের অর্থ পাহারা দেয়া বা রক্ষা করা, কোন অভিভাবকের হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণে থাকার অবস্থা (শিশুর ক্ষেত্রে) । ভিন্ন প্রয়োগার্থে Ward হাসপাতালে বিশেষ রোগী (a separate room in a hospital, typically one allocated to a particular type of patient) অথবা জেলখানায় কয়েদির জন্য নির্দিষ্ট কোন প্রকোষ্ঠ।

ইংরেজগণ দেয়াল ঘেরা হাসপাতাল, জেলখানা ইত্যাদি'র গন্ডি থেকে ক্ষুদ্র Ward কে বার করে গণপ্রতিষ্ঠানের একক অংশ করে দিয়েছেন এ ভাবে- "an administrative division of a city or borough that typically elects and is represented by a councilor".

হাসপাতাল 'প্রকোষ্ঠ' ধারণা আইনি কাঠামোর ভেতর দিয়ে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশে পল্লি প্রশাসনের ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পরিষদ অবধি পৌঁছে গেছে; খোদ যুক্তরাজ্যেও যা হয়নি।

জনগণের ভোটে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অপ্রাসঙ্গিক শব্দ Ward নাম ঝুলে থাকার আর প্রয়োজন রয়েছে বল মনে হয় না। স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদলে সরকারের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের দুটো স্বতন্ত্র স্তরের জন্য ভিন্নতর নাম প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মহল্লা

জাতির পিতা ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন "... প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক **মহল্লায়** আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে...."। জাতির পিতা মহল্লা বলতে শহরের একটি একক বুঝিয়েছেন। তিনি Ward নাম উচ্চারণও করেননি।

মহল্লা নগরবাসীর কাছে বহুল ব্যবহার করা একটি নাম। মহল্লার মুরুব্বি, মহল্লার মসজিদ, মহল্লাবাসির দাবি, মহল্লার বড় ভাই, মহল্লার মস্তান ইত্যাদি পরিভাষায় মহল্লা নাম নগরবাসীর মুখে মুখে ভেসে বেড়ায়। মহল্লার নিবিড় অস্তিত্ব আছে-প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। মহানগর সভা এবং নগর সভা অভিধান থেকে বিজাতীয় নাম Ward সরিয়ে দিয়ে দেশজ শব্দ **মহল্লা** প্রতিস্থাপন করা গেলে তা অধিকতর অর্থবহ হবে বলে মনে হয়।

এলাকা

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯(১)(গ), ১২১ এবং ১২২(২) গুলোর ভেতর নির্বাচনী **এলাকার** উল্লেখ রয়েছে। কোন রাজনীতিবিদ শহর থেকে মফস্বলে ভ্রমণে গেলে বলা হয়ে থাকে তিনি এলাকায় গেছেন। আবার মফস্বল থেকে লোকজন তাঁর সাথে দেখা করতে শহরে এলে বলা হয় তারা এলাকা থেকে এসেছে। বলা হয় এলাকার সম্মানি ব্যক্তি। কেউ বখাটে হয়ে ওঠলে তাকে এলাকা ছাড়ার হুমকি দেয়া হয়। এভাবে এলাকা কথার কথা হয়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিক অঙ্গনে অবস্থান করে। এলাকার পরিচিতি আছে। স্থায়িত্ব নেই। নির্দিষ্ট পরিসীমা নেই। ফলে এর পরিধি ছোট হতে পারে আবার বড়ও হতে পারে: পল্লি পরিষদের জন্য ছোট এবং সংসদ, উপজেলা ও জেলা পরিষদের জন্য বড়।

পল্লি, উপজেলা ও জেলা পরিষদসমূহের কাঠামো থেকে অন্তঃপ্রবেশকারী নাম Ward সরিয়ে **এলাকা** প্রতিস্থাপন যথোচিত হবে বলে মনে হয়।

নগর এবং পল্লি এ দুয়ের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈচিত্র, অবস্থানগত পার্থক্য, উন্নয়নে ভিন্নতা, সেবার প্রকারভেদ, চাহিদার ধরণ, জীবন-জীবিকার মান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য বিরাজ করে। সে বিবেচনায় পৌর পরিষদে (মহানগর ও নগর) **ওয়ার্ড** এর পরিবর্তে **মহল্লা** এবং পল্লি পরিষদে (ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা) তা **এলাকা** নামকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।